আজকের কাগজ

তারিখ 13 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দেয়া

শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এখানে বলা প্রয়োজন কোন শিক্ষারই বিকল্প নেই। সুশিক্ষা না কুশিক্ষা এতোটুকু ধারণা হয়তো আমাদের অনেকের জ্ঞান ভাণ্ডারে নেই। তাই যদি না হবে, তবে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদেরকে সুশিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা দেয়া হতো না। শিক্ষার সে স্থানের নাম যেখানে প্রথম বীজ রোপণ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় বা গ্রাম্য পাঠশালা বলা হয়। আর সেখানেই আসন পেতে আছে এক বিশাল কুশিক্ষার ছায়া মূর্তি গ্রামের পাঠশালাগুলোর দিকে একটু চোখ মেলতেই দেখা যায়, বিশেষ করে সরকারি শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষকগণ কর্তব্যহীন, স্বেচ্ছাচারী, উদাসীন, ছাত্রদের প্রতি অমনোযোগী। মনে হয় উনারা কোনো নিয়মের রাজ্যে বাস করেন না। পাখির মতো খোলা আকাশ পেয়ে নিজ স্বার্থে আপন মনে উড়ে বেড়ান। স্কুলে না গিয়েও সরকারি খাতায় উপস্থিত থাকেন। স্কুল চলাকালিন সময়ে অফিস রুমে বসে সবাই একত্রে কোনো না কোনো পারিবারিক বা রূপ কথার গল্পে মেতে থাকেন। আবার ক্লাসে পাঠদানের পরিবর্তে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। মনে হয় রাতভর কোথাও যাত্রা কিংবা গানের আসরে থাকেন। তাই তাদের মুখটা একটু অভদ্র, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে-ক্লাসে ছাত্রদের সামনে অবাধ ধূমপান করেন। এতে উনারা ছাত্রদের বোঝাতে চান যে সমস্ত শিক্ষার পাশাপাশি এটাও একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এসব নিয়ে জেলা শিক্ষা অফিসারদের এখন আর কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদেরকে কোনো অভিযোগ জানালে তারা তদন্তের নামে বাড়তি কিছু টাকা আয় করেন। এ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিতই হচ্ছে না উপরন্তু তারা আজ ধীরে ধীরে এক কুশিক্ষার অন্ধকূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল হতে পারে তা তিনি বাংলাদেশের প্রতিটা গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলছেন। সে শিক্ষাকেন্দ্রে কোন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা সংসদ নেত্রীর নজরে পড়ে না। তিনি দেখার সময়ও পান না। আর সময় পাবেনও বা কি করে। দিন রাত্রি মিলেতো মাত্র চব্বিশ ঘন্টা। এই হাতে গোনা সামান্য সময়টুকু তিনি ব্যয় করেছেন ভোটার ও সমর্থক সংগ্রহের পেছনে। আমরা তাকে শুধু শুধু দোষ দিলেতো আবার অবিচার হবে। তাকে তো পুনরায় ক্ষমতায় আসতে হবে। শুধু জনগণের ভাগ্য উন্নতি করলেতো চলবে না। নিজেদেরও ভাগ্যের উন্নতি করতে হবে নইলে সে ক্ষমতাও চলে যাবে এবং তার সঙ্গে পুরো দেশটাও ভারতের হাতে চলে যাবে। তখন দুধ বেচে ঘোল খেতে হবে। বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে দাবিদার, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদেরকে সুশিক্ষা দেয়ার পরিবেশ গড়ে তুলুন। শুধু মুখে নয় কাজেও ছাত্রদের সামনে শিক্ষার মূল ভাবটি তুলে ধরুন।

চাষী ফজলুল হক
বনফিড্স নার্সারী
গুলশান-২
ঢাকা-১২১২।